গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
জানুয়ারী ২০১৬

সূচীপত্র

১. ভূমিকা ৩
১.১ প্রস্তাবনা..৩
১.২ মহান মুক্তিযুদ্ধে মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা ৩
১.৩ পটভূমি..৪
১.৪ সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা..৪
১.৫ মূলনীতি ও লক্ষ্য..৫
১.৬ পরিধি..৬
১.৭ নীতি-উদ্দেশ্য..৬
১.৮ চ্যালেঞ্জসমূহ..৭

২. নীতি-নির্দেশনা ১০
২.১ নিরাপদ শ্রম অভিবাসন উৎসাহিত ও নিশ্চিতকরণ..১০
২.২ অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সুরক্ষা ১১
২.৩ অভিবাসী কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ..১২
২.৪ নারী কর্মীদের শ্রম অভিবাসন ১৪
২.৫ জাতীয় উন্নয়নের সাথে শ্রম অভিবাসন সম্পৃক্তকরণ..১৪
২.৬ শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা (Labour Migration Governance) ১৫

পরিশিষ্ট ১ ....১৭-১৮
পরিশিষ্ট ২..১৯-২৬

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত। প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা, বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের[১] অসামান্য অবদান ও অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিবাসন খাতের কার্যক্রমকে অধিকতর সুষ্ঠু, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গতিশীলভাবে পরিচালনার জন্য কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যে সরকার এতদ্দ্বারা ২০০৬ সালের 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি' (বাংলাদেশ গেজেট, ৫ নভেম্বর ২০০৬) রহিতক্রমে **"প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬"** শিরোনামে নিম্নরূপ নীতি প্রণয়ন করছেঃ

১. ভূমিকা

১.১ *প্রস্তাবনা*

দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান, বেকারত্ব হ্রাস এবং প্রতিটি নাগরিকের জীবনমানের উন্নোয়ন দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার। বর্তমান সরকার দেশের জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে প্রতিটি নাগরিকের জন্য মানসম্মত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ও শ্রম অভিবাসন খাতকে গতিশীল ও সুসংহত করার লক্ষ্যে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০০৬' প্রণীত হয়েছিল। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নিরাপদ শ্রম অভিবাসন[২] উৎসাহিত ও নিশ্চিত করণ, অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা, কর্মীদের বাছাই প্রক্রিয়া, শ্রম অভিবাসন-পরিক্রমার বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মীদের কল্যাণমূলক সেবা প্রদান এবং শ্রম অভিবাসনকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদি বিষয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব মূলনীতির প্রাসঙ্গিকতা অক্ষুণ্ন থাকলেও, সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক শ্রম-অভিবাসন খাতে বাংলাদেশে ও বহির্বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। জাতীয় তথা বৈশ্বিক উন্নয়নে অভিবাসনের গুরুত্ব আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভিবাসনের অন্তর্ভুক্তি, সরকার কর্তৃক 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' গ্রহণ, এবং সরকার কর্তৃক জাতিসংঘের ১৯৯০ সালের অভিবাসী কর্মীসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ 'International convention on the protection of the rights of all migrant workers and their families, 1990 (ICRMW)' - অনুসমর্থন অভিবাসন খাতের জন্য নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এই কারণে বিদ্যমান 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০০৬' পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নীতিমালা পরিমার্জন ও সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠনপূর্বক সংশ্লিষ্টদের সাথে সভা ও কর্মশালা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা হয়। এ সকল সভা ও কর্মশালা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালা সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজন করে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' নীতিটি প্রণয়ন করা হয়।

১.২ *মহান মুক্তিযুদ্ধে মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা*

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার করা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রত্যাশার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে অধিকতর অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টিসহ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রয়াসে মানুষের কল্যাণে অধিকার সুরক্ষা, মর্যাদাসম্পন্ন কর্মসংস্থান, শোভন কর্মপরিবেশ, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর মাধ্যমে বৈষম্য, শোষণ, দারিদ্রমুক্ত সৃজনশীল ও কর্মমুখী জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই বর্তমান নীতির মূল উদ্দেশ্য।

---

[১] ''অভিবাসী কর্মী'' (migrant worker) অর্থ বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যিনি বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য কোন রাষ্ট্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে -

(ক) কোন কর্মের উদ্দেশ্যে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছেন কিংবা গমন করিতেছেন, অথবা

(খ) কোন কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন, অথবা

(গ) কোন কর্মে নিযুক্ত থাকিবার পর কিংবা নিযুক্ত না হইয়া বাংলাদেশে ফেরত আসিয়াছেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ''অভিবাসী কর্মী'' বলিতে (ক্ষেত্র বিশেষে) উক্ত অভিবাসীর সহিত বিদেশে অবস্থান করিতেছেন, করিয়াছেন কিংবা অবস্থান করিতে যাইতেছেন এমন নির্ভরশীল ব্যক্তিকেও বুঝাইবে। (বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩, ধারা ২(৩))

[২] নিরাপদ অভিবাসন বলতে আন্তর্জাতিকভাবে বৈধপন্থায় অভিবাসী কর্মীর পূর্ণ তথ্যভিত্তিক অভিবাসনকে বোঝায় যা কিনা রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট ও নিয়োগকর্তা কর্তৃক চুক্তি সাধনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। নিরাপদ অভিবাসন সকল অভিবাসী কর্মীর নিয়োগ চুক্তি ও ওয়ার্কপারমিট, পরিচয়পত্রসহ অন্যান্য ভ্রমণসংক্রান্ত দলিলপত্রাদি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে। এছাড়াও অভিবাসী কর্মীকে যে কোন জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

১.৩ *পটভূমি*

জাতির পিতার নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কর্মী প্রেরণ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের সাথে সমঝোতা সৃষ্টি হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে বাংলাদেশি কর্মী গমন শুরু হয়। শ্রম-অভিবাসনের প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এবং প্রবাসী বাংলাদেশী ও অভিবাসী কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রম-অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও কল্যাণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সরকার ২০০১ সালে **'প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়'** নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে। এ মন্ত্রণালয় **১৯৭৬** সালে প্রতিষ্ঠিত **'বিএমইটি '**, ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত **বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটিড (বোয়েসেল), ১৯৯০** সালে প্রতিষ্ঠিত **'ওয়েজ আনার্স কল্যাণ তহবিল'** এবং অভিবাসী কর্মীদের কম সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত **'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক'** এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে।

১.৪ *সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা*

অভিবাসী কর্মীদের অধিকারের সুরক্ষা আন্তর্জাতিক মহলে সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত একটি বিষয়। এমন প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ২০১১ সালে জাতিসংঘের ১৯৯০ সালের অভিবাসী কর্মীসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ[৩] অনুসমর্থন করে। আন্তর্জাতিক সনদটির অনুসমর্থনের পর শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, অভিবাসী কর্মীর অধিকার ও সুরক্ষা এবং অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের কল্যাণের বিষয়টি প্রাধান্য পায় এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান আইন-বিধিমালা ও নীতিমালা পরিবর্তন ও সংশোধনের আবশ্যকতা ও বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিরাপদ ও ন্যায়সংগত শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত ICRMW এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে Emigration Ordinance, 1982 রহিত করে সরকার "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন)" প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও নতুন গৃহীত আইন বাস্তবায়নে বিদ্যমান বিধিমালা পরিমার্জন ও নুতন বিধিমালা প্রণয়নের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। নতুন গৃহীত আইনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধনের বিষয়টিও তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

২০১৫ সালে জাতিসংঘে গৃহীত '2030 Development Agenda: Sustainable Development Goals (SDGs)' বা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়' জাতীয় ও বৈশ্বিক উন্নয়নে অভিবাসনের গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং এর স্বীকৃতিস্বরুপ অভিবাসন সংক্রান্ত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত এমডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। সে ধারাবাহিকতায় এসডিজি লক্ষ্যপূরণে বিদ্যমান কর্মকৌশল ও নীতিমালা পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের দৃঢ় লক্ষ্যে এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিজ্ঞায় 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)' প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য '৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)' সফল বাস্তবায়ন শেষে '৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)' গ্রহণ করেছে। এসকল দলিলে শ্রম অভিবাসন খাত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতে এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে সকল দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান নীতিটি যুগোপযোগী করা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও জেন্ডার-সংবেদনশীল (gender sensitivness) কার্যক্রমের ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে নতুন নতুন গন্তব্য ও পেশায় অভিবাসী নারী কর্মীর[৪] বহির্মুখী অভিবাসনের হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। গন্তব্য দেশ ও তাদের শ্রম-অভিবাসন বিষয়ক আইনকানুন সহজতর করছে এবং কর্মীদের সুরক্ষায় অধিকতর মনযোগী হচ্ছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান-চুক্তির (employment contract) লঙ্ঘন এবং কর্মীদের শোষণ ও নির্যাতনসহ নতুন নতুন চ্যালেঞ্জেরও সৃষ্টি হচ্ছে, যা অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। নারীদের কর্মদক্ষতায় বৈচিত্র্য আনয়ন এবং তাদের সার্বিক ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এবং

---

[৩] International convention on the protection of the rights of all migrant workers and their families, 1990 (ICRMW)

[৪] "অভিবাসী নারী কর্মী" (woman migrant worker) অর্থ উপ-ধারা (৩) এ সংজ্ঞায়িত কোন অভিবাসী কর্মী যিনি একজন নারী, স্বতন্ত্রভাবে কিংবা নির্ভরশীল হিসেবে অভিবাসন করিবার পর বৈদেশিক কর্মে নিয়োজিত হইয়াছেন এমন কোন নারীও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারী কর্মী প্রেরণের নতুন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচিগুলো জেন্ডার-সংবেদনশীলভাবে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট। সে ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান নীতিটি জেন্ডার সংবেদনশীল করে প্রণয়ন করার বিষয়টি জরুরী হয়ে পড়ে।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 'মর্যাদা সহকারে শ্রম অভিবাসন' (migration with dignity) এর আদর্শগত অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। অভিবাসী কর্মীদের অধিকার আদায়ে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত এসব কার্যকর উদ্যোগের কারণে ২০১১ সালে আঞ্চলিক পরামর্শ প্রক্রিয়ার অন্যতম 'কলম্বো প্রসেস' এ বাংলাদেশ সভাপতির দায়িত্বলাভ করে। একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০১৬ সালে অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ফোরাম 'Global Forum on Migration and Developmet (GFMD)'-এর সভাপতিত্ব লাভ করেছে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র (micro) ও সামষ্টিক (macro) উভয় ক্ষেত্রের অর্থনীতির নীতি-নির্ধারণে শ্রম-অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে প্রবাসী আয় বা বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ জিডিপির (gross domestic product) সমতুল্য প্রায় ১২ শতাংশ, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সমৃদ্ধ এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল করেছে। এ অর্জনগুলো শ্রম-অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র, খাত-ওয়ারী (sectoral) ও সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণের সাথে অধিকতর সংযুক্ত করার দাবি রাখে।

সেবাখাতে বাণিজ্য[৫] (trade in services) এখন প্রতিষ্ঠিত এক বৈশ্বিক বিষয়। এখাতের প্রসারের কারণে একদিকে যেমন বাংলাদেশী নারী ও পুরুষ কর্মীদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে তেমন দক্ষ শ্রমের চাহিদার কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের সাথে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম-অভিবাসন বা বৈদেশিক কর্মসংস্থানের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরিখে "বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০০৬" সংশোধন ও পরিমার্জনের আবশ্যকতা হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০০৬ সালের নীতি পুনঃনিরীক্ষণ এবং সংস্কারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পরামর্শগ্রহণসহ পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি অনুসরণ করে। শ্রম-অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজের সংগঠন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী, ট্রেড ইউনিয়ন ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজন (stakeholders) একটি ভবিষ্যতমুখী, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে অধিকতর সংবেদনশীল ও সঙ্গতিপূর্ণ, সমন্বিত ও কাঠামোবদ্ধ নতুন বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়নের পক্ষে অবস্থান নেয়। নতুন বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিতে সকল নাগরিকের স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের অধিকার রক্ষায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ধারাবাহিকতা স্থান পায়।

১.৫ *মূলনীতি ও লক্ষ্য*

"প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬" গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ (সুযোগের সমতা), ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম) ও ৪০ (পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা) অনুচ্ছেদসমূহের আলোকে প্রণীত হয়েছে। সংবিধানের এই বিধানাবলী অনুযায়ী মানব-সম্পদ উন্নয়ন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ ও পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, এবং যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

বর্তমান নীতির প্রধান লক্ষ্য হল নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসনের মাধ্যমে স্বনির্বাচিত বৈদেশিক কর্মসংস্থান উৎসাহিত ও নিশ্চিতকরণ। যা জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে, অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করবে। অভিবাসী কর্মীরা জাতীয় অর্থনীতিতে এবং তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে তার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের জন্য একটি অধিকার-ভিত্তিক (right based) সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে সরকার "প্রবাসী

[৫] 'সেবাখাতে বাণিজ্য' বলতে একজন উৎপাদক এবং ভোক্তার মধ্যে intangible পন্যসামগ্রীর বিক্রয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশ বা অর্থনীতি মধ্যে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সেবাখাতে বাণিজ্য পরিচালিত হয় তাকে আর্ন্তজার্তিক সেবাখাতে বাণিজ্য বলে। জেনারেল এগ্রিমেন্ট ওন ট্রেড ইন সার্ভিস (গ্যাটস) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জার্তিক সেবাখাতে বাণিজ্য মূলত চারটি মোড এর উপর পরিচালিত হয়ে থাকে। মোড সমূহ হলো যথাক্রমে (ক) Cross border trade, (খ) Consumption abroad, (গ) Commercial presence এবং (ঘ) Presence of natural persons

কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬" এর মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টিতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে, যা প্রত্যেক কর্মীর সম্মান ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়, অভিবাসী কর্মীদের প্রতি সহনশীলতা, সহানুভূতি ও সম্মানবোধ জাগ্রত করে এবং দায়িত্বশীল ও সংশ্লিষ্ট সকলকে শোভন কর্মসংস্থান (decent work)[৬] সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতে উৎসাহ যোগায়।

"প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬" নিম্ন-বর্ণিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূলনীতি সমূহের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে:

- রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব অভিবাসী কর্মীর মৌলিক মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রেখে নিরাপদ শ্রম অভিবাসন নিশ্চিতকরণ;
- নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা (gender sensitivness) ও নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপসংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করণ;
- নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব বাংলাদেশী কর্মীর জন্য মানসম্মত ও শোভন কাজ নিশ্চিতকরণ;
- প্রত্যেক নাগরিকের স্বেচ্ছায় দেশে কিংবা বিদেশে কর্মসংস্থান নির্বাচনের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান;
- বিদেশে অবস্থানকালে অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থ প্রত্যাগত কর্মীদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অভিবাসী কর্মীদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও মানবিক মর্যাদা বিষয়ক বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত সকল আন্তর্জাতিক সনদ ও আইনি-দলিল এর সংহতি; এবং
- অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরর ক্ষমতায়ন ও শ্রম অভিবাসন-পরিক্রমার সব স্তরে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য কল্যাণমূলক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

১.৬ *পরিধি*

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর ধারা ২(৩)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ''অভিবাসী কর্মী'' (migrant worker), অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন বা করতে ইচ্ছুক, তবে নিজ দেশের সাথে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছেন, এমন দীর্ঘমেয়াদে বিদেশে অবস্থানরত বংলাদেশী স্থায়ী অভিবাসী জনগোষ্ঠী (Diaspora), উভয়ই "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬"-এর আওতাধীন হবেন।

১.৭ *নীতি-উদ্দেশ্য*

বর্তমান নীতির কাঠামো ছয়টি প্রধান উদ্দেশ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলো এই নীতির ছয়টি আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এই নীতি-কাঠামোয় উক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের পথে যেসব চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হবে তার বর্ণনা রয়েছে। এই নীতির পরস্পর-সম্পর্কিত ছয়টি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- স্বাধীনভাবে কর্মসংস্থান নির্বাচনের অধিকার-বলে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োগ পেতে আগ্রহী নারী ও পুরুষের জন্য স্বাধীনভাবে এবং নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিয়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- আন্তর্জাতিক শ্রম-মানদণ্ড ও আইনি দলিলের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে দেশীয় আইন ও বিধিবিধানের প্রয়োগের মাধ্যমে অভিবাসন-প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা প্রদান করা।
- অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও শ্রম অভিবাসন-পরিক্রমার সব স্তরে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য কল্যাণমূলক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম-মানদণ্ড এবং জাতিসংঘের নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) ও নারী-বৈষম্য বিরোধী কিংবা নারী কর্মীদের সুরক্ষা বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনি-দলিলের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং নিরাপদ ও শোভন

[৬] 'শোভন কাজ' বলতে সেকল উৎপাদনশীল কাজ বোঝায় যা কিনা ন্যায্য আয়ের সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তাসহ পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। এছাড়াও শোভন কাজ ব্যক্তিগত পেশাদারি উন্নয়ন এবং সামাজিক একীভূতকরণসহ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করবে। সর্বোপরি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জীবন যাপন এবং সুযোগ ও সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যপারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার মাধ্যমে শ্রম অভিবাসন-প্রক্রিয়ায় জেন্ডার-সমতা (gender equality) নিশ্চিত করা।

- শ্রম অভিবাসন নীতি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শ্রম বিষয়ক জাতীয় নীতিসমূহের মধ্যে অধিকতর সঙ্গতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রম অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা।
- শ্রম-অভিবাসন পরিচালনার জন্য একটি দক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচালন-কাঠামো (labour migration governance) প্রবর্তন করা।

উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য এর বাস্তবায়নসংক্রান্ত নীতি-নির্দেশনার সাথে সম্পৃক্ত যা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির আলোকে সময়ে সময়ে পরিমার্জন-যোগ্য। এছাড়া, প্রত্যেক নীতি-নির্দেশনা বর্তমান নীতির একটি উপ-বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, যা এক বা একাধিক কার্যাবলী নির্দেশ করে। অংশীজনের (stakeholders) সাথে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-পরামর্শের ভিত্তিতে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই নীতি-নির্দেশনাগুলো (policy-directives) সহায়ক হবে।

১.৮ *চ্যালেঞ্জসমূহ*

১.৮.১ <u>নিরাপদ শ্রম অভিবাসন</u>

- দ্রুত পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক অভিবাসনের পরিমন্ডলে চাহিদা ও যোগানের নিয়ামকগুলো (push and pull factors) নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা না হলে নিরাপদ অভিবাসন এবং বৈশ্বিক শ্রম বাজারে অর্ন্তভুক্তির বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে।
- শ্রম-উদ্বৃত্তের দেশ থেকে শ্রম-ঘাটতির দেশে শ্রমের অবাধ প্রবেশ সংশ্লিষ্ট গন্তব্য-দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে, কর্মী-গ্রহণকারী দেশগুলো চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের শ্রম অভিবাসনকে 'সহজ শ্রম' প্রাপ্তির এক লাগসই পন্থা হিসেবে বিবেচনা করছে। এ ধরণের প্রতিকূল ধারণা বৈশ্বিক শ্রম বাজারে বিদ্যমান।
- গবেষণা ও জরিপ-ভিত্তিক পেশাগত অভিজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা ব্যতিরেকে নতুন শ্রমবাজার ও নতুন গন্তব্য দেশ খোঁজার বিষয়টি টেকসই ও কার্যকর নয় ।
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের অধিকাংশই এখনো স্বল্পদক্ষ কিংবা আধা-দক্ষ। পুরনো ও নতুন গন্তব্য-দেশসমূহে শ্রমের চাহিদায় পরিবর্তন এসেছে। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, স্বাস্থ্যগতভাবে অযোগ্যতার কারণে অনেক দক্ষ কর্মীই বিদেশে যেতে পারেন না বা বিদেশে গমণের পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফেরত আসতে বাধ্য হন।
- দেশের ও দেশের বাইরের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হবে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১' এর সাথে সমন্বয় রেখে ভবিষ্যতের দক্ষতার চাহিদার গতিধারা এখনই তৈরি করা ।
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীরা এখন পর্যন্ত মূলত নির্মাণ-কাজ, পরিচ্ছন্নতা, কৃষিকাজ, তৈরি পোষাকশিল্প, গৃহস্থালী ও সেবা প্রদান খাতগুলোতেই নিয়োজিত রয়েছে। তাই দ্রুত পরিবর্তনশীল খাত-ভিত্তিক শ্রম-চাহিদার সুফল ভোগ করতে হলে তাদেরকে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দক্ষতার বৈচিত্র্যায়ন ও উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত বিএমইটি'র আওতাভুক্ত কিছু কিছু কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল ও সামর্থ্যের স্বল্পতা রয়েছে। অপরদিকে কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্পদ ও সামর্থ্য স্বল্প ব্যবহৃত থেকে যায়।
- বর্তমানে বিভিন্ন দেশে কর্মরত আধা ও স্বল্প দক্ষ কর্মীর সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার। বিশেষ করে, গৃহসেবা খাতের কর্মী ও ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য কর্মীসহ স্বল্পদক্ষ বা আধাদক্ষ কর্মীদের জন্য বিকল্প সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক সেবার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা অনিয়মিত অভিবাসন বা পাচারের শিকার না হন বা পাচারের মতো পরিস্থিতিতে না পড়েন।
- শ্রম-অভিবাসনের অব্যাহত গুরুত্ব-বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এবং উপযুক্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে, বাংলাদেশ দূতাবাস ও অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 'শ্রম অভিবাসন কূটনীতি' [৭] (labour migration diplomacy) অনুসরণ করতে হবে।
- আগ্রহী কর্মীসহ যেকোনো অভিবাসী কর্মী ও তার পরিবারের সদস্যদের অধিকার নিশ্চিত করা গেলে এবং অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যথাযথ ও দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হলে নিরাপদ অভিবাসনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

---

[৭] শ্রম অভিবাসন কূটনীতি বলতে শ্রম অভিবাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকার ও আন্তঃসরকার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জার্তিক সহযোগিতাকে বোঝানো হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে শ্রম অভিবাসন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার শোষণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ নিরাপদ ও শোভন শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করবে।

১.৮.২ অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সুরক্ষা

- অভিবাসী কর্মীরা, বিশেষ করে স্বল্প দক্ষ কর্মীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিগ্রস্ত। অভিবাসী কর্মীরা স্বদেশ ও প্রবাসে শোষণ, নিপীড়ন ও মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হন। এই বাস্তবতার নিরিখে রাষ্ট্র তাদের সুরক্ষা প্রদানে আইনি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। তবে এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগই হলো মূল চ্যালেঞ্জ।
- বাংলাদেশ হতে বহির্মুখী শ্রম অভিবাসন বৃদ্ধির অব্যাহত ধারার কারণে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে।সম্প্রতি বর্হিগামী কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অভিবাসী কর্মীদের শোষণ, নিপীড়ন ও তাদের নিয়োগ-চুক্তি লঙ্গনের ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সে বিবেচনায় 'বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি' এবং 'অভিবাসীদের সুরক্ষা' এ দুই লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই হবে ভবিষ্যত শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত নীতিমালা গ্রহণ ও কর্মসূচি পরিকল্পনা করার মূল চ্যালেঞ্জ।
- অভিবাসনের প্রাক-সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে শ্রম অভিবাসন-ব্যয় ও অভিবাসনের সুফল, অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ও দায়দায়িত্ব, তাদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, এবং বিদেশে কাজের পর্যাপ্ততা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় অভিবাসী কর্মীগণ অনিয়মিত অভিবাসন, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্য, হয়রানি, শোষণ, ও পাচারের মত অভিবাসন সম্পৃক্ত ঝুঁকিতে পরেন। এ ছাড়া, অভিবাসী কর্মীর দেশে রেখে যাওয়া পরিবারের সদস্যদেরও, বিশেষ করে, শিশুর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও যৌন নিপীড়ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী কর্মীদের অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত আর তাদের অনেকেই ঝুঁকি গ্রহণ করে অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম ও সরকারি নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বাইরে বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

১.৮.৩ অভিবাসী কর্মীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণমূলক সেবা

- অভিবাসী কর্মীরা প্রায়শ শ্রম অভিবাসন পরিক্রমার সকল পর্যায়ে বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এসব প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে এবং অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানের কার্যকরভাবে প্রয়োগ একটি চ্যালেঞ্জ।
- বর্তমানে অভিবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের জন্য সরকারি সংস্থাগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, অংশীজন (stakeholder) এবং রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ কর্মসূচি অপর্যাপ্ত, সমন্বয়হীন এবং তৃণমূল পর্যায়ে অনুপস্থিত।
- তৃণমূল পর্যায়ে অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ, অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীদের অভিবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের ওপর সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। অনিয়মিত অভিবাসন প্রবণতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব কমানো অপরিহার্য।
- প্রাক-বহির্গমন পর্যায়ে সকল সেবা অভিবাসী কর্মীদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কাজের পরিধি, তাদের সক্ষমতা, ভৌগোলিক অবস্থান, সম্পদ এবং দক্ষ জনবল ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো যথেষ্ট সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। একইসাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন গুরুত্বপূর্ণ।
- শ্রম অভিবাসন-ব্যয়ের উচ্চ হার নিয়ন্ত্রণ এবং আগ্রহী কর্মীদের অভিবাসনের যাবতীয় কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক হতে সহজলভ্য ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- বিভিন্ন কারণে কর্মস্থলের দেশে অভিবাসী কর্মীদের স্বদেশে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যাবাসিত (deportation) হওয়া, কর্মস্থল ত্যাগ করা (evacuation) কিংবা অন্যান্য জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতিতে নিয়মিত ও অনিয়মিত উভয় ধরনের বাংলাদেশী কর্মীদের দেশে প্রত্যাবাসন (repatriation) করানো কিংবা কর্মস্থল হতে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার কার্যক্রম সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে পরিচালনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকানে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।
- দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন এবং পরিবার ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত কর্মসূচি ও বিভিন্ন স্কীম গ্রহণের সুবিধার্থে প্রত্যাগত কর্মীদের নিবন্ধন ও তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রেকর্ডভুক্ত করা অপরিহার্য।

১.৮.৪ নারী কর্মীদের শ্রম অভিবাসন

- বিদেশে বাংলাদেশী নারীরা এখনো স্বল্প-দক্ষ নির্ভর গৃহসেবা খাতেই সবচেয়ে বেশী নিয়োজিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষিত নারীদের চেয়ে অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত বা স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন নারীরাই কাজের জন্য বিদেশ গমনে বেশি আগ্রহী। বৈদেশিক কর্মসংস্থানে শিক্ষিত নারীদের অনাগ্রহ, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং বিদেশে কাজের ক্ষেত্রে পেশার বৈচিত্র্যের স্বল্পতা নারী

অভিবাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। এই প্রতিবন্ধকতার নিরসন আর কর্মসংস্থানে বৈচিত্র্য আনা না গেলে নারীদের কাজের সুযোগ সংকুচিতই থেকে যাবে এবং তারা পেশাগত বৈষম্যের শিকার হবেন।

- বাংলাদেশের আইনি, রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিমালাগুলো এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে নারী কর্মীদের প্রতি বৈষম্যরোধ এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এসব নীতির অনুশীলন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ।
- নারী কর্মীরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হন তার মধ্যে অন্যতম হল তথ্য প্রাপ্তির অভাব। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের সাম্প্রতিক উদ্যোগ সত্ত্বেও নারী কর্মীরা উপযুক্ত ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে ভর্তি, চাকরির সুযোগলাভ, প্রাথমিক তথ্যপ্রাপ্তি ও নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হন।
- শ্রম অভিবাসন-সুরক্ষা ও সহযোগিতা প্রদানে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে তাদের কার্যক্রমে লিঙ্গ-সংবেদনশীল নীতি অনুসরণ।
- নারীদের অভিবাসনের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশী মিশনসমূহ, দূতাবাসের শ্রম-বিষয়ক কর্মকর্তা ও শ্রম উইং (Labour Wing) এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ওপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পন করা প্রয়োজন। এসব কর্তৃপক্ষের জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ হবে শোষণ-নিপীড়ন অথবা সহিংসতার শিকার হওয়া অভিবাসী নারীদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সহ তাদের উপযুক্ত সুরক্ষা ও প্রতিকার প্রদান।

১.৮.৫ <u>জাতীয় উন্নয়নের সাথে শ্রম অভিবাসন সম্পৃক্তকরণ</u>

- বৈশ্বিক প্রেক্ষিত এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে অভিবাসনের অনন্য অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির জন্য শ্রম অভিবাসন বিষয়ক নীতি'কে সামগ্রিক অর্থনীতি কিংবা খাতভিত্তিক ও অন্যান্য সামাজিক ও শ্রম সংশ্লিষ্ট নীতি-কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত আবশ্যক।
- তবে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্রতা হ্রাস, সামাজিক ব্যয় হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আহরণ, দেশের আমদানি-ক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ঘাটতি হ্রাস, দেশের বেকারত্বের হার হ্রাস এবং কৃষি-আবাসন-শিল্প ও যৌথ মালিকানা-ভিত্তিক ব্যবসা স্থাপনে শ্রম অভিবাসন ও রেমিটেন্সের ভূমিকা বিষয়ে আরো পদ্ধতিগত গবেষণা প্রয়োজন।
- প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্সের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় এর প্রবাহকে নিয়মিত বা আইনানুগ প্রক্রিয়াভুক্ত রাখার স্বার্থে রেমিটেন্স প্রেরণকারীদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনামূলক সহায়তা ও সেবামূলক ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। সুপরিকল্পিত বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব।
- শ্রম অভিবাসনকে উন্নয়নের সাথে কার্যকরভাবে সম্পৃক্তকরণে অভিবাসনের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূল-প্রভাবও বিবেচনায় নিতে হবে। বিভিন্ন গবেষণা ও তৃণ-মূলপর্যায়ের প্রতিবেদনে এসব সামাজিক প্রতিকূল-প্রভাবের বিভিন্ন ধরণ যেমন; কর্মীদের পারিবারিক জীবনে ছেদ ও সমস্যা, আয়ের উৎসের অনিশ্চয়তা এবং কর্মীর পরিবার ও সন্তানদের ঋণে আবদ্ধ হওয়া, ইত্যাদি নির্ণিত হয়েছে।
- সরকারি পদক্ষেপ ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়ন ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনসমূহ তাদের ভূমিকার মাধ্যমে জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে প্রত্যাগত কর্মীদের সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করে এসব কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসু করে তুলতে পারে।
- শ্রম অভিবাসন নীতিকে বিভিন্ন জাতীয় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও নীতি-কাঠামো এবং ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক খাতে একীভুত করার লক্ষ্যে গৃহস্থালী পর্যায় ও শ্রমগোষ্ঠীর জরিপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের প্রবাহের বিভিন্ন প্রভাব মূল্যায়নের নিরিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে একটি মানসম্পন্ন শ্রম অভিবাসন তথ্য-ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি' ও 'জাতীয় শ্রমনীতি'র সাথে সাযুজ্য রেখে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সামগ্রিক নীতিকাঠামো (policy framework) প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের সাথে শ্রম অভিবাসনকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

১.৮.৬ <u>শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা</u>

- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়মিত ও আইনানুগ কাঠামোর মধ্যে যথাযথ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ, পরামর্শ ও সামাজিক সংলাপের ভিত্তিতে পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করা লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুশাসন নিশ্চিত করা অত্যন্ত আবশ্যক।
- দক্ষ ও আধুনিক শ্রম অভিবাসন পরিচালনা-কাঠামোর পূর্বশর্ত হল পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক শ্রমবাজারের যেসব চাহিদা ও যোগানের নিয়ামক বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে প্রভাবিত করে তা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা। তাছাড়া, বিশ্বব্যাপী ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব পাওয়া অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। শ্রমকে পণ্য ভাবার মানসিকতার পরিবর্তন

এবং প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে অভিবাসনের অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম-মানদণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বীকৃত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে জাতীয় আইনি-কাঠামোর উন্নয়ন ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

- বিদ্যমান শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন ও নিয়োগদাতাদের সংগঠন, রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট, নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠন ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ আরও অনেক শক্তি সংশ্লিষ্ট ও সক্রিয় রয়েছে। শ্রম-অভিবাসন পরিচালনায় সুশাসনের জন্য একটি সমন্বিত কাঠামো নির্ধারণ করে তার আওতায় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সকলের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব নিরূপণ ও সেই অনুযায়ী কর্মবন্টন প্রয়োজন।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম-অভিবাসন পরিচালনার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ। তবে অপরাপর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সমন্বয় এবং সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া প্রবর্তন ও নিশ্চিত করার স্বার্থে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সব সরকারি সংস্থা ও বিভাগ (যেমন- বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড) এবং বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদেরকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।
- একইভাবে, অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণমূলক সেবা ও সুরক্ষা প্রদান এবং তাদের সমাজে পুনর্বাসন বা একত্রীকরণ ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিজেদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে।
- শ্রম-অভিবাসনের ক্রমঃবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে, সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সম্প্রসারণের উদ্যোগের প্রয়োজন। অভিবাসনে ব্যবস্থাপনায় তৃণমূল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিস্তৃত করাও অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম অভিবাসন বিষয়ক কার্যক্রম ও কর্ম-পরিধি শক্তিশালী ও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মী ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।
- অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাদের অভিযোগের নিষ্পত্তি ও তার প্রক্রিয়ার তদারকির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোরও প্রয়োজন। বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইংগুলো এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ। এ লক্ষ্যে, তাদের যে-ধরনের সেবা প্রদান করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে কর্মীদের নিবন্ধন, নিয়োগ-চুক্তি ও কর্ম-পরিবেশ তদারকি এবং বিভিন্ন ধরনের আইনগত, আর্থিক ও সামাজিক সহায়তা ও পরামর্শ।
- এসব সেবা প্রদান ও কর্মস্থলের দেশে বাংলাদেশী কর্মীদের সার্বিক সুরক্ষা প্রদানে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাস এবং শ্রম-কর্মকর্তা কিংবা শ্রম উইং এর অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ মিশনে শ্রম-কর্মকর্তা ও শ্রম উইং এর অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।
- কর্মী গ্রহণকারী দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে তাদের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা ও তথ্য প্রদান এবং একটি সামগ্রিক সংকট ব্যবস্থাপনা কাঠামো (crisis management framework) প্রবর্তন করা প্রয়োজন।
- শ্রম অভিবাসন বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক গন্তব্য-দেশে স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশী প্রবাসী সমাজ গড়ে উঠেছে। এসব বাংলাদেশীদের নিজেদের সুপরিকল্পিত সংগঠন গড়তে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- অভিবাসী কর্মী এবং শ্রম অভিবাসন সম্পর্কিত ইস্যুর ওপর একটি ব্যাপকভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমের চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে তথ্যের সময়মত সহজপ্রাপ্যতা এবং কার্যকর শ্রম অভিবাসন-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা আবশ্যক।
- পুরনো ও নতুন গন্তব্য-দেশগুলোতে পরিবর্তনশীল শ্রম ও কর্মদক্ষতার চাহিদা এবং পরিবর্তনশীল আইন ও শ্রমনীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য সংরক্ষণের জন্য শ্রম অভিবাসন তথ্য ব্যবস্থার আওতায় একটি বাজার গবেষণা ইউনিটের (Market Research Unit) প্রয়োজন।

২. নীতি-নির্দেশনা

২.১ <u>নিরাপদ শ্রম অভিবাসন উৎসাহিত ও নিশ্চিতকরণ</u>

২.১.১ আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্রমঃপরিবর্তনশীল ধরণ এবং কর্ম-দক্ষতার কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কর্মী-প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন; সমীক্ষা) করতে হবে, যার মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল শ্রম-বাজারের চাহিদা পূরণের প্রস্তুতি গ্রহণের উপায় অন্বেষণ করা যাবে। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা-কৌশল গ্রহণ এবং নিরাপদ অভিবাসনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে করণীয় নির্ধারণ করাই হবে সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

২.১.২ প্রচলিত ও নতুন গন্তব্য-দেশে [যথা; পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশ ও অন্যান্য অগ্রসরমান অর্থনীতির (emerging economies) কিছু দেশ এবং যে সকল দেশে বাংলাদেশের কর্মীর সংখ্যা খুবই অপ্রতুল] কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে পেশাদারী, বাজার-ভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

২.১.৩ আর্ন্তজাতিক অভিবাসনে গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য গন্তব্যদেশের চাহিদা অনুযায়ী কর্মদক্ষতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি'র সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি সুপরিকল্পিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি (Skills Development Programme) গ্রহণ করা হবে।

২.১.৪ আগ্রহী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং প্রশিক্ষণের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদের সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হবে। কর্মীদের প্রদেয় প্রশিক্ষণ প্রকৃত চাহিদা পূরণ করতে পারছে কি না বিশ্লেষণের জন্য 'Training Assesement Mechanism'-এর ব্যবস্থা করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক পেশার জন্য দক্ষতা-বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ন্যূনতম মানদণ্ড নিশ্চিতকরণপূর্বক প্রশিক্ষণের সনদ ও স্বীকৃতি (accreditation) আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হবে।

২.১.৫ বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির গুণগত মানোন্নয়ের জন্য প্রশিক্ষকদের যথাযথ যোগ্যতা নিশ্চিত করা হবে এবং তাদের সক্ষমতা ও সম্পদের (resources) পর্যাপ্ততা ও চাহিদা সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হবে।

২.১.৬ বিদ্যমান কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমভাবে টিটিসি সম্প্রসারণ (প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা) করা হবে। পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনসমূহকে তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করা হবে।

২.১.৭ বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের জন্য উপযুক্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, তাদের যথাযথ সুরক্ষা প্রদান এবং মর্যাদাসম্পন্ন শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করা এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল (gender sensitive) কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগকে আরও জোরদার করা হবে।

২.১.৮ নতুন নতুন পেশায় কর্মীদের শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করা এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পেশায় নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাদের প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই লক্ষ্যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাঠামো ঠিক করা হবে।

২.১.৯ নিরাপদ শ্রম-অভিবাসন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীতব্য/গৃহীত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনি-কাঠামো অনুসরণ করা হবে এবং শ্রম অভিবাসন বিষয়ক প্রচলিত আইনকানুন ও বিধিবিধানের ওপর অভিবাসী কর্মীদের সহজবোধ্য পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২.১.১০ নিরাপদ ও সম্মানজনক শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক আইনি দলিল ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের অনুসরণে অভিবাসী কর্মীর সুযোগ-সুবিধা, কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক এবং আন্তঃঅঞ্চিলিক আলোচনা ও পরামর্শ-প্রক্রিয়ার (consultative processes) আওতায় অভিবাসী কর্মী প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নিয়মিত সংলাপ, তথ্যের আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মীদের উৎস ও গন্তব্য উভয় দেশে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত নিয়োগ-প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

২.১.১১ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহের সহায়তায় নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানকল্পে পর্যাপ্ত ও যথাযথ গবেষণা করা এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২.২ অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সুরক্ষা

২.২.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতির অধীন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিবিধান ও বিদ্যমান আইনি-কাঠামো অনুসরণ করা হবে এবং অভিবাসনসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলগুলো হতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।

২.২.২ অভিবাসী কর্মীদের জন্য অধিকারের সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি আদর্শ নিয়োগ-চুক্তি (standard contract agreement) তৈরি করা হবে। এতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, অভিবাসী কর্মীর পেশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ন্যূনতম মজুরি, নিয়মিত ও যথাসময়ে মজুরি প্রদান, কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসহ কর্মপরিবেশের অন্যান্য শর্তাবলী এবং চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রাপ্য আইনি প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করে একটি আদর্শ নিয়োগ-চুক্তির অনুসরণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করা হবে।

২.২.৩ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকগুলো প্রামাণীকরণ ও তাদের বিধানাবলী নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীর অধিকারের সুরক্ষা সংক্রান্ত নীতিসমূহ অনুসরণ করা হবে। অধিকন্তু ন্যায়সঙ্গত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট গন্তব্য দেশের শ্রম আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

২.২.৪ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর, স্বাক্ষরিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের যথাযথ প্রয়োগ, বাস্তবায়ন এবং তদারকির জন্য অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ ও গন্তব্য-দেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দায়িত্ব স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করা হবে।

২.২.৫ গন্তব্য-দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের তথ্যের অধিকার এবং তাদের অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযোজ্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি কিংবা সমঝোতা স্মারকের আলোকে উক্ত দেশভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য সংবলিত বিভিন্ন পুস্তিকা, তথ্যকণিকা ও ভিডিও তৈরি ও বিতরণ করা হবে।

২.২.৬ গন্তব্য-দেশে মানবাধিকারের চর্চা ও অবস্থা এবং স্থানীয় শ্রম আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনের ওপর স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম অভিবাসনকারী কর্মীদের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় উক্ত দেশভিত্তিক পরিচিতিমূলক কোর্স বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

২.২.৭ শিশুসহ অভিবাসী কর্মীর পরিবারের সদস্যদের অধিকারের সুরক্ষার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ নিবন্ধন ব্যবস্থা এবং কর্মীর পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষামূলক চাহিদাসমূহ নির্ধারণ ও পূরণের লক্ষ্যে বিশেষ কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.২.৮ অভিবাসনে আগ্রহী কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মীদের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য শ্রম অভিবাসন পরিক্রমার চারটি স্তর-ভিত্তিক (যথা; প্রাক বর্হিগমণকালীন, বর্হিগমণকালীন, গন্তব্যদেশে অবস্থানকালীন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনকালীন সময়ে) সমন্বিত সুরক্ষা-কাঠামো তৈরি করা হবে।

২.২.৯ শ্রম অভিবাসন পরিক্রমার প্রাক-সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধাপে অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীদের সচতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং তাদের বাধ্যতামূলক শ্রম (forced labour), ঋণদাসত্ব (debt-bondage) ও পাচারের ফাঁদ থেকে সুরক্ষার জন্য দেশে বা বিদেশে কর্মীদের স্বাধীনভাবে কর্মসংস্থান নির্বাচনের অধিকারের পক্ষে একটি সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

২.২.১০ রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে বহুল প্রচারণা আর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিশেষত বিভ্রান্তিকর ও প্রতারণামূলক তথ্য বা প্রচারণা রোধের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানীর সহযোগিতায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সমরূপ প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.২.১১ অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষা ও অনিয়মিত শ্রম অভিবাসন হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রাক-বহির্গমন বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনে প্রচলিত নিয়োগ (recruitment) প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ ও সহজ করা হবে।

২.২.১২ অভিবাসী কর্মীদের দেশে বা প্রবাসে হয়রানি, শোষণ-নিপীড়ন ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরত্ম্য থেকে রক্ষার জন্য বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের এবং প্রবাসে নিয়োগ প্রদানকারী বিভিন্ন কোম্পানীদের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান মেনে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

২.২.১৩ বাংলাদেশ ও গন্তব্য-দেশের শ্রমিক ও নিয়োগদাতাদের সংগঠনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং অভিবাসী কর্মীদের অধিকারের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সনদগুলোর বিধানাবলী কার্যকর করার কাজে বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জোরালো ভূমিকা উৎসাহিত করা হবে।

২.২.১৪ অভিবাসী কর্মীর অধিকারের সুরক্ষায় ‘শ্রম অভিবাসন কূটনীতি’ অনুসরণ করা হবে এবং গন্তব্য-দেশগুলোর সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করা হবে।

২.৩ **অভিবাসী কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণ**

২.৩.১ শ্রম অভিবাসন পরিক্রমার বিভিন্ন ধাপে, অনুসরণীয় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সাহায্য, ক্ষমতায়ন এবং নিরাপত্তার জন্য একটি সামগ্রিক কল্যাণ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের দলিলের পাশাপাশি অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সাফল্যমণ্ডিত কার্যক্রম বিবেচনায় রেখে অভিবাসী কল্যাণ সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়িত্ব সঠিকভাবে নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২.৩.২ সামগ্রিক কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য প্রতিকূল দিক ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে পূর্ণ ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে এবং তৃণমূল পর্যায়ে বিদ্যমান বাস্তবতা ও চর্চা থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি উদ্দেশ্য-মুখী তথ্য-কণিকা, ভিডিও ইত্যাদি প্রণয়ন ও বিতরণ করতে হবে এবং তা ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে।

২.৩.৩ প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি-মূলক কর্মসূচিতে ব্যবহারের জন্য ও শ্রম অভিবাসনসংক্রান্ত ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার রোধে এবং শ্রম অভিবাসন-খাতে অনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অপকর্ম বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (stakeholder) সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইন ও বিধিবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি আচরণবিধি (কোড অব এথিক্যাল কন্ডাক্ট) প্রণয়ন করা হবে।

২.৩.৪ অভিবাসী কর্মীদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত প্রাক-বহির্গমন সেবা ও সুযোগ নিশ্চিত করতে ওয়ান-স্টপ সেবাকেন্দ্রগুলোর (One-stop Service Centres) অগ্রগতি এবং অভিবাসনের ক্রমবর্ধমান ধারার সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্র ও গতি লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা ও গন্তব্য-দেশসংক্রান্ত তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা এবং প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং-এর বিষয়বস্তু নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে। প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং-এর প্রতিপাদ্য বিষয় সমৃদ্ধকরণ ও ব্যাপ্তিকাল বৃদ্ধি করা ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন পেশার শ্রমিকদের জন্য পৃথকভাবে ভিন্ন ব্রিফিং সেশন এর ব্যবস্থা করা হবে।

২.৩.৫ অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণের লক্ষ্যে গঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও ব্যাপক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিদ্যমান ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা সংশোধন বা পরিমার্জন করা হবে এবং 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল আইন' প্রণয়ন করা হবে। এ ছাড়াও তহবিলের অধীন গৃহীত কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে কর্মীদের জন্য বাড়তি সামাজিক সুরক্ষা, মাতৃত্বকালীন অধিকার রক্ষা, তাদের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য বিমার সুবিধা ইত্যাদি বিষয় অর্ন্তভুক্তির সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই করা হবে। তহবিলের অর্থ বৃদ্ধির পন্থা, যেমন - সরকারি বাজেট থেকে থোক বরাদ্দ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুদান (যেমন; রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট ফি) এবং দাতা-সহযোগীদের অনুদান ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হবে।

২.৩.৬ শ্রম অভিবাসন-ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা এবং অর্থ যোগানের খাত অনুসন্ধান করা হবে। আগ্রহী বা সম্ভাব্য কর্মীসহ যেকোনো অভিবাসী কর্মী যেন সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, এনজিও এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে স্বল্প সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ পেতে পারে সে-লক্ষ্যে নীতিগত ব্যবস্থা (policy measures) গ্রহণ করা হবে।

২.৩.৭ অভিবাসী কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সুবিধা প্রদানসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্নমুখী সহযোগিতা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অংশীজনের (stakeholder) প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একটি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। অভিবাসী কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তার বলয়ে (সোস্যাল সেফটি নেট) অর্ন্তভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।

২.৩.৮ অভিবাসী কর্মীদের বিদেশ যাত্রাকালে ও বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে কম খরচে সবধরনের স্বাস্থ্যগত ও চিকিৎসাসংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা, বিশেষতঃ এইচআইভি বা এইডসসহ অন্যান্য সংক্রমনযোগ্য রোগের চিকিৎসা গুরুত্বের সাথে এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২.৩.৯ জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানসহ সকল অংশীজনের (stakeholder) সহযোগিতায় 'সামগ্রিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি'র আওতায় দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থ প্রত্যাগত কর্মীদের পুনর্বাসন ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে একটি কার্য-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৩.১০ প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থাসহ 'শ্রমকল্যাণ সম্পদ কেন্দ্র' (Labour Welfare Resources Centre) প্রতিষ্ঠার মত পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত শ্রম কর্মকর্তাদের (Labour wing officials) এবং দূতাবাসের শ্রম উইং-এর ভূমিকা জোরদার এবং তাদের কার্যক্রম বহুমুখী করা হবে। তাছাড়া, এ কেন্দ্রগুলোকে ফলপ্রসু করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে একটি কার্যকরী সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২.৩.১১ অভিবাসী কর্মীদের গন্তব্য-দেশে অপরিচিত ও অপেক্ষাকৃত বৈরী পরিবেশ ও বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় আত্ম-নির্ভরশীল করে তোলা এবং বাংলাদেশ হতে নবাগত অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রবাসীদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের (social network) বিকাশ ঘটানো হবে।

২.৩.১২ অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন ও প্রয়োজনে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সুবিধার্থে এবং জরুরি ও বিপদকালীন অবস্থা মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে অনুসরণীয় কর্মপন্থা প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিতদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রত্যাবাসন তহবিল প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২.৩.১৩ অভিবাসী কর্মীদের গ্রেফতার, মামলা, সামাজিক সমস্যা এবং আইনগত কার্যধারার ক্ষেত্রে আইনি-সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আইনগত সহায়তা তহবিল গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিদেশে কোন অভিবাসী দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্রতিবন্ধিতার শিকার হলে তার প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

২.৩.১৪ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীর দুর্ঘটনা বা মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ ভিকটিম কিংবা মৃতের পরিবারের নিকট যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আশু প্রত্যাবর্তনের প্রচলিত কার্যক্রমকে আরো সুসংহত, দ্রুত ও সহজ করা হবে।

২.৪ নারী কর্মীদের শ্রম অভিবাসন

২.৪.১ নারী কর্মীদের শ্রম অভিবাসনের ভূমিকা ও সম্ভাবনা এবং শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অভিবাসনে ইচ্ছুক নারী, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন ও রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসহ নিয়োগদাতাদের সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকলের মতামত ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২.৪.২ নারী অভিবাসী কর্মীদের শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া অধিকতর সহজকরণের মাধ্যমে গৃহীত ও সম্ভাব্য কর্মসূচির সমন্বিত বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থায়ীভাবে একটি বিশেষ উইং বা শাখা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২.৪.৩ নারী-অভিবাসনের হার বৃদ্ধি ও পছন্দমত চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নারীদের কর্ম-দক্ষতায় বৈচিত্র্য আনয়নের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সহযোগিতা প্রদান, নারী প্রশিক্ষক নিয়োগ, লিঙ্গ-সংবেদনশীল পাঠক্রম তৈরী এবং প্রশিক্ষণের সহজ সময়সূচি (flexible) প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৪.৪ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও তাদের জন্য ভিন্নধর্মী কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাজেটে লিঙ্গ-সচেতনামূলক (gender-responsive) কার্যক্রমে বরাদ্দ বৃদ্ধি উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২.৪.৫ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসনে ইচ্ছুক নারীদের উন্নয়ন, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করতে বিভিন্ন নাগরিক সমাজের সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠনের কারিগরী ও পরামর্শমূলক সহযোগিতা নেওয়া হবে।

২.৪.৬ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকালে নারী-পুরুষের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত সমতাসহ অন্যান্য শ্রমিক অধিকারসংক্রান্ত সমতা ও সুষ্ঠু এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে নারীর অধিকার সুরক্ষায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থাসমৃদ্ধ দেশসমূহের উদাহরণ নিয়মিতভাবে তুলে ধরা হবে।

২.৪.৭ বাংলাদেশী দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মরত নারী কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ ও তাদের নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২.৪.৮ যেসব গন্তব্য-দেশে বাংলাদেশী নারী অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা বেশি বিশেষত সেসব দেশের শ্রমকল্যাণ উইংগুলোতে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়ানো হবে। এসকল নারী কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা, কাজের পরিবেশ পর্যবেক্ষণসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় আইনি, মনস্তাত্ত্বিক, স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

২.৪.৯ নারীদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র ও পেশার সম্প্রসারণ, দক্ষতার উন্নয়ন এবং অভিবাসী নারী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের আওতায় বিভিন্ন লিঙ্গ-সংবেদনশীল (gender-sensitive) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিদেশে কর্মরত বা প্রত্যাগত নারীকর্মীদের মধ্যে যাঁরা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁদের জন্য বিশেষ সহায়তামূলক কর্মসূচিসহ সেবা ও পরামর্শ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২.৪.১০ অভিবাসী নারী কর্মীদের জন্য বিদেশ থেকে টাকা পাঠানোর উন্নত ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। তাছাড়া, প্রবাসী আয় প্রেরণে ব্যাংকিং ও নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহারে তাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনামূলক স্কীম ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হবে।

২.৪.১১ নারীদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণসহ বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে করে তারা বিদেশে নিজেদের শারীরিক বা মানসিক সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অবহিত হয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। প্রয়োজনবোধে নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৫ জাতীয় উন্নয়নের সাথে শ্রম অভিবাসন সম্পৃক্তকরণ

২.৫.১ অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শ্রম অভিবাসন খাতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত ও নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ ও রূপরেখা (profiled) প্রণয়ন করা হবে।

২.৫.২ জাতীয় পর্যায়ের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের গুরুত্বের যথাযথ প্রতিফলনের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের গতিপথ নির্ধারণের নিয়ামক সমূহের (যথা: শ্রম চাহিদা ও যোগান, জাতীয় শ্রমবাজারের বৈশিষ্ট, নারী শ্রম অভিবাসন ইত্যাদি) নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

২.৫.৩ বাস্তবসম্মত শ্রম অভিবাসন ও প্রবাসী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক জাতীয় পর্যায়ে মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো বাস্তবায়ন তথা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২.৫.৪ বৈধ ও সহজ পদ্ধতিতে বিদেশ হতে রেমিটেন্স প্রেরণের নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (যথা; প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে সিডিউল ব্যাংকে রুপান্তর এবং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, গন্তব্যদেশে এবং বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের উপস্থিতি উৎসাহিতকরণ, রেমিটেন্স প্রেরণে ব্যাংক ফি যৌক্তিকীকরণ, ইলেকট্রনিক উপায়ে রেমিটেন্সে প্রেরণের পদ্ধতির উন্নয়ন) গ্রহণ করা হবে।

২.৫.৫ অবকাঠামোখাত সহ অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে প্রবাসী রেমিটেন্সের অর্থ বিনিয়োগের সম্ভাব্য কৌশল নিরূপণ।

২.৫.৬ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে আগ্রহী করার লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে (ডায়াস্পরা) বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত করা হবে।

২.৫.৭ গন্তব্য দেশে কর্মরত অভিবাসী কর্মীদের (বিশেষতঃ নারী কর্মীদের) আর্থিক শিক্ষা, ব্যাংকিং সুবিধা এবং রেমিটেন্স ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায় সমূহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

২.৫.৮ প্রবাসী বাংলাদেশীদের (ডায়াস্পরা) 'সামাজিক নেটওয়ার্ক' এর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ব্যবহারে সহায়ক ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২.৫.৯ কর্মী অভিবাসনের প্রতিকূল প্রভাবসমূহ বা Social Cost যথাসম্ভব হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৫.১০ শ্রম অভিবাসন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে জাতীয় নীতিতে অভিবাসনের প্রভাব বিষয়ক ধারণাপত্র প্রণয়নপূর্বক একটি সমন্বিত কাঠামো প্রণয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

২.৫.১১ প্রত্যাগত ও প্রত্যাবর্তিত অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসমূহ দেশের অর্থনীতিতে কাজে লাগানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৫.১২ গন্তব্যদেশ হতে প্রত্যাগত দুর্দশাগ্রস্থ ও আকস্মিক দুর্ঘটনাকবলিত অভিবাসী কর্মীদের পুনর্বাসন ও সমাজে অঙ্গীভূতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৫.১৩ ভবিষ্যতে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়নসহ অন্যান্য সকল উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনকালে আন্তঃনীতি সমন্বয়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহযোগিতা করা হবে।

২.৫.১৪ বিদ্যমান জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাঠামোয় শ্রম অভিবাসন নীতি ও এতদসংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৫.১৫ Development Agenda 2030 (SDGs) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংগে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত গৃহীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২.৬ শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা (Labour Migration Governance)

২.৬.১ একটি আধুনিক ও অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গির শ্রম অভিবাসন পরিচালনা-কাঠামো ও প্রক্রিয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন-কানুন, নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনি-দলিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভিবাসী কর্মীদের জন্য একটি স্বাধীন, মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ার নিশ্চয়তাবিধান করাই হবে পরিচালনা-কাঠামোর মূল লক্ষ্য।

২.৬.২ বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই নিরাপদ শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। সমন্বিত শ্রম অভিবাসন-পরিচালনা কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেকের ভূমিকা এবং দায়-দায়িত্ব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হবে। এক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের নিজ দায়িত্বের প্রতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

২.৬.৩ শ্রম-অভিবাসন প্রক্রিয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা বিস্তারিতভাবে পুনর্বিবেচনা করা হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রয়োজনমতো মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংস্কার কাজ হাতে নেওয়া হবে। নিরাপদ শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে ও স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়নে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সামর্থ্য, দক্ষতা ও সম্পদের চাহিদার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে এর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। নারী কর্মীদের অভিবাসনের ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই সাথে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা ও তৃণমূল পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে তাদের সামর্থ্যের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে দেখা হবে।

২.৬.৪ ক্রমবর্ধমান অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সুরক্ষা ও কল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখে সরকারের চলমান কল্যাণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং জোরদার করার সাথে সাথে এর সুষ্ঠু ও দক্ষ পরিচালনার জন্য একটি প্রবাসী কল্যাণ অধিদপ্ততর স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২.৬.৫ দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রুপান্তরিত করা এবং বিশ্ববাজারে দক্ষতার চাহিদার নিরিখে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কারিগরী প্রশিক্ষণকেন্দ্র সমূহকে যুগপোযোগী এবং শক্তিশালী করা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার নিমিত্ত একটি দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হবে।

২.৬.৬ অভিবাসী কর্মীদের অধিকারের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রম অভিবাসন পরিচালনা-কাঠামো এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাঠামোতে শ্রম অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য নির্ধারিত সংস্থার অংশগ্রহণে বিষয়ভিত্তিক, নীতি-নির্ভর ও সুসংজ্ঞায়িত সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২.৬.৭ সার্বিকভাবে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তার তদারকির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সহ-সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রলালয়ের মন্ত্রীবর্গ ও সচিব এবং সংস্থাসমূহের প্রধানদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে শ্রম অভিবাসন পরিচালনার বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় কার্যক্রমের সমন্বয় এবং অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার্থে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদানই হবে এই স্টিয়ারিং কমিটির মূল কাজ।

২.৬.৮ বাস্তবায়নসংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান, গৃহীত নীতিসমূহের ফলাফল নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পুনর্বিবেচনা ও তদারকি এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে পরামর্শ ও সুপারিশ দেয়ার জন্য একটি জাতীয় শ্রম-অভিবাসন ফোরাম (Labour Migration Forum) প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, রিক্রুটিং এজেন্ট, কর্মী ও নিয়োগদাতাদের সংগঠন, রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের বা তাদের কোনো সমিতির প্রতিনিধি, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি এবং শ্রম-অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই ফোরাম গঠিত হবে। শ্রম অভিবাসন ফোরাম এর সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। এই মন্ত্রণালয়ের সচিব ফোরামের সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন (*পরিশিষ্ট ১)*।

২.৬.৯ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও সুষ্ঠু শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অধিকতর কার্যকর ও যথাযথ সুপারিশ প্রণয়ন, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সময় সময় কারিগরি পরামর্শ কমিটি গঠন করবে এবং মন্ত্রণালয় হতে এতদসঙ্গে এধরনের কমিটিসহ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ও শ্রম-অভিবাসন ফোরামকে সাচিবিক সহায়তাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

২.৬.১০ সুশাসনের প্রক্রিয়াকে সুসংহত করার অংশ হিসেবে সরকার গন্তব্য-দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে এবং তাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি জোরালো 'শ্রম অভিবাসন কূটনীতি' (labour migration diplomacy) প্রতিষ্ঠা ও সদ্ভাব বজায় রাখার উদ্যোগ নিবে, যেন ঐসব দেশে বাংলাদেশী কর্মীদের অধিকতর সুরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

২.৬.১১ অভিবাসী কর্মীদের জন্য বিভিন্ন সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর শ্রম-কর্মকর্তাসহ শ্রম উইং এর অন্যান্য কর্মকর্তাদের সামর্থ্য-বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই লক্ষ্যে শ্রম-কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ মিশনে তাদের নিয়োগের পূর্বে বুনিয়াদি বা সূচনামূলক প্রশিক্ষণসহ তাদের জন্য নিয়োগ-পরবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক, সমন্বিত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। অধিকন্তু, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ শ্রম-কর্মকর্তারা যেন তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

২.৬.১২ শ্রম অভিবাসন সম্পর্কিত একটি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও তদারকি ইউনিট গঠন করতে হবে, যার নিম্নোক্ত দুইটি প্রধান কার্যক্রম থাকবে:- (১) একটি শ্রম অভিবাসন তথ্য-ব্যবস্থা (Migration Information System) প্রণয়ন, যা উপাত্ত সংগ্রহ ও সরবরাহ করবে এবং অভিবাসনের বিভিন্ন প্রেক্ষিতের ওপর একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করবে। অধিকারের 'সুরক্ষা' ও 'উন্নয়ন' বিষয়ক নিয়ামকগুলো তদারকির জন্য এই কার্যক্রমের আওতায়, নারী ও পুরুষের জন্য প্রযোজ্য পৃথক তথ্য নিয়ে একটি পরিকল্পিত তদারকি ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শক্রমে উক্ত শ্রম অভিবাসন তথ্য-ব্যবস্থা অভিবাসন সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের আকার ও নির্ণায়ক নির্ধারণ করবে এবং একটি শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। (২) একটি বাজার গবেষণা ইউনিট (Labour Market Research Unit) পরিচালনা করা, যা ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতার জন্য পরিবর্তনশীল যোগান ও চাহিদার নিরিখে যথাযথ তথ্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে শ্রম বাজার বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনা করবে। এই ইউনিট বিদ্যমান ও সম্ভাব্য নতুন গন্তব্যের দেশসমূহে চাকরির সুযোগ ও তাদের শ্রমনীতির ওপর পেশাদারি 'বাজার গবেষণা' পরিচালনা করবে।

২.৬.১৩ বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ তথ্যভান্ডার তৈরী করা যাতে সকল ধরনের তথ্য সন্নিবেশিত করা থাকবে। এসকল কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদেরকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগে অগ্রাধিকার দেয়া ।

পরিশিষ্ট ১

(ক) বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটিঃ কার্য-পরিধি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য শ্রম অভিবাসনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং শ্রম অভিবাসন একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয় এই উপলব্ধি থেকে এই খাতে সর্বোচ্চ নির্বাহী পর্যায়ের নেতৃত্ব ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে।

পরিশিষ্ঠ ২ এ বর্ণিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীবর্গ এবং সচিবদের সমন্বয়ে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবে। স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং এর সহ-সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। বছরে অন্তত এক বার স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম এবং স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকের মধ্যকার ব্যবধান ছয় মাসের বেশি হবে না।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। সাচিবিক কার্যক্রমসমূহ যেমন, স্টিয়ারিং কমিটিকে তার বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক দায়িত্ব পালন এবং জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরামসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি এই মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

স্টিয়ারিং কমিটির কার্যক্রম হবে নিম্নরূপঃ

- অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের অধিকার রক্ষা এবং শ্রম অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে, যেসব বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে সেসব বিষয়ে আলোচনা ও কার্যব্যবস্থা গ্রহণার্থে নির্দেশনা প্রদান।
- প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা উক্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইং, বিভাগ, সংস্থা, তহবিল এবং ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রম-অভিবাসন এবং এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নীতি ও সংস্কার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান।
- সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠন, এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোসহ সব স্টেকহোল্ডাররা যেন অভিন্ন পদ্ধতি (uniform approach) প্রয়োগের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা-কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের জন্য অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ।
- প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক ও পেশাগত পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উপ-নীতি (sub-policy) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কাজে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।
- স্বল্প-মেয়াদী চুক্তিভিত্তিক অভিবাসী কর্মী, বিশেষ করে নারী কর্মীদের সুরক্ষা এবং বাংলাদেশের প্রতি তাদের অবদান অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী প্রবাসী সমাজগুলোর মধ্যে বন্ধন ও যোগাযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

(খ) জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরামঃ কার্য-পরিধি

শ্রম-অভিবাসন খাতে প্রতিনিধিত্ব, অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সংলাপ ইত্যাদি ইস্যুতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে একটি জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম গঠন করা হবে।

প্রস্তাবিত জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম (National Migration Forum) *গঠিত হবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি'*র পরিশিষ্ঠ ২ এ উল্লিখিত সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, অভিবাসী কর্মীদের সংগঠন, নিয়োগকর্তাদের ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়ন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের বা তাদের কোনো সমিতির প্রতিনিধি, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি এবং অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে।

ফোরামের সদস্য সংখ্যা হবে অনধিক ৬০ জন এবং তাদের মেয়াদ হবে তিন বছর। তবে গঠিত হওয়ার প্রথম দুই বছর পর প্রতি বছরান্তে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের মেয়াদ পূর্ণ হবে। ফোরামের কাঠামো এমনভাবে গঠিত হবে যেন সবসময় মোট সদস্যের ৩৩ ভাগ নারী হন। সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা এবং নিয়োগকর্তাদের ফেডারেশন প্রতিনিধি-সদস্যরা মনোনয়নের ভিত্তিতে ফোরামে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

অভিবাসী কর্মীদের সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিগণ প্রথমবার সদস্য হবেন আমন্ত্রণের ভিত্তিতে। এই সংগঠনগুলোর প্রত্যেকে তিন জন প্রতিনিধি-সদস্য মনোয়ন দেবেন: প্রথম জন এক বছর মেয়াদের জন্য, দ্বিতীয় জন দুই বছর মেয়াদের জন্য এবং তৃতীয় জন তিন বছর মেয়াদের জন্য।

শ্রম-অভিবাসন ফোরাম এর সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। এই মন্ত্রণালয়ের সচিব ফোরামের সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জাতীয় শ্রম অভিবাসন ফোরাম বছরে অন্তত একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জাতীয় শ্রম-অভিবাসন ফোরামকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে, যার সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন এই মন্ত্রণালয়ের সচিব। জাতীয় শ্রম-অভিবাসন ফোরামকে এই নীতি ও বিদ্যমান আইনের অধীন তার বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক দায়িত্ব পালনে এবং জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটিসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সংক্রান্ত কাজে নিবিড় সহায়তা প্রদান প্রয়োজনীয় সাচিবিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রম অভিবাসন ফোরামের কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ:

- ‘প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬’ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান এবং এর বাস্তবায়নসংক্রান্ত অগ্রগতি মূল্যায়নের মুখ্য ও স্বাধীন সংস্থা হিসাবে কাজ করা।
- অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তাসহ সার্বিক সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তাবিধানের লক্ষ্যে প্রচলিত আইন ও বিধিবিধানের প্রয়োগ পরিবীক্ষণ করা।
- সরকার কর্তৃক বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী রিক্রুটমেন্ট এজেন্টগুলোর কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত আইনি-কাঠামোর (regulatory framework) সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- শ্রম অভিবাসনসংক্রান্ত সব পরিকল্পনা ও চর্চায় ‘পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বৈদেশিক কর্মসংস্থান’ এবং ‘স্বাধীনভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান নির্বাচনের অধিকার’ এই নীতিদ্বয়ের অনুসরণ নিশ্চিত করা, যেন এসব পরিকল্পনা ও চর্চা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও কর্মীদের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখতে পারে।
- ‘প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬’ এর বাস্তবায়নসংক্রান্ত পরিকল্পনাসমূহ সময় সময় পর্যালোচনা করা এবং এর বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম নির্ধারণ।
- প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থসমূহকে শ্রম- অভিবাসন পরিচালনা-কাঠামোর উন্নয়ন ও সংস্কার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।
- অভিবাসন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করা।
- দক্ষ অভিবাসনকে সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করা ।
- অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

পরিশিষ্ট ২

'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' বাস্তবায়ন এবং তদারকির ক্ষেত্রে নির্বাচিত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় কার্যাবলী গ্রহণের উদ্যোগ করবেন:

১) প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

- শ্রম অভিবাসন ফোরাম-এর সভাপতি এবং এর সচিবালয়ের দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' বাস্তবায়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক কার্য-পদ্ধতি গ্রহণ করা।
- বিধি-বিধান, নীতিমালা এবং নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' এ গৃহীত নীতিসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে বিদ্যমান আইনের সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায় সমন্বয় করে অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, যথাযথ সুরক্ষা এবং কল্যাণমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন করা।
- 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা।
- বিএমইটি'কে পরামর্শ প্রদান এবং বিএমইটি'র ওপর অর্পিত সব দায়-দায়িত্বের তত্ত্বাবধান ও তদারকি করা।
- বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (BOESL) এবং বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্টসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা।
- গন্তব্য দেশের ট্রেড চাহিদা নিরুপনে এবং প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানের আলোকে অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষ করে নারী কর্মীদের নিরাপত্তা ও অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- অভিবাসন খাতের কোনো ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়ায় নারী কর্মীর প্রতি বৈষম্য অনুসন্ধান এবং তা বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- মন্ত্রণালয়ের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য বৈশ্বিক সংগঠনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অভিবাসী কর্মীদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থ গ্রহণ করা।
- বাংলাদেশ এবং গন্তব্য দেশে শ্রমের যোগান ও চাহিদার তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী অভিবাসন তথ্য-ব্যবস্থা ও বাজার গবেষণা ইউনিট গড়ে তোলার জন্য একটি কার্যকর গবেষণা কেন্দ্র বা অণুবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা, যা একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও কাজ করবে।
- গন্তব্য রাষ্ট্রে বাংলাদেশী দূতাবাসের শ্রম উইং-এ নিয়োগের জন্য শ্রম কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি নিবেদিতপ্রাণ দক্ষ দল গঠন করা।
- বিদেশে মিশনস্থ শ্রম উইং-এ নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ। শ্রম উইংগুলোকে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পরামর্শ প্রদান ও তাদের কাজের মূল্যায়ন করা।
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় গন্তব্য-দেশে রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক তদারকি, বরাদ্দ, এর উদ্দেশ্যের অগ্রাধিকার, তহবিলে অভিবাসী কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব এবং তহবিলে হতে প্রয়োজনীয় সহায়তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এই তহবিলের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা।
- 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' এর নীতি-নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং আর্থিক বিষয় সংশ্লিষ্ট খাতওয়ারী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের চাহিদা পর্যালোচনা করা।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারায় অভিবাসনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব পর্যালোচনা এবং উন্নয়নের ধারায় অভিবাসনকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- প্রবাস ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসন এবং সমাজে অঙ্গীভূতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণের লক্ষ্যে গন্তব্য-দেশগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং সামাজিক যোগাযোগ শক্তিশালী করা।

ক) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

- অভিবাসনে ইচ্ছুক সম্ভাব্য কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মীদের সুশৃঙ্খলভাবে এবং সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক উপায়ে নিবন্ধন এবং তাদের পেশা ও দক্ষতার অনুকূলে সঠিক এবং সর্বশেষ তথ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসের সহযোগিতায় প্রত্যাগত কর্মীদের নিবন্ধন ও তাদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশী দূতাবাসসহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য-দেশে চাকুরীর সুযোগ এবং শ্রম আইন বা সামাজিক নিরাপত্তার বিধিবিধান সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা এবং তা বিভিন্ন মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।
- অভিবাসী কর্মীদের অভিবাসনের প্রাক-সিদ্ধান্ত, প্রাক-বহির্গমন, চাকুরীকালীন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের সহাযোগিতা করার লক্ষ্যে ব্রিফিং প্রদান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংবলিত বুকলেট প্রস্তুত ও প্রচার করা।
- অভিবাসনের চার-স্তরের আলোকে অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রস্তাবিত সমন্বিত সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা।
- বিএমইটি'র আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রমের পরিধি এবং কার্যকারিতা জোরদার করার লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা গ্রহণ এবং এগুলোকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির সাথে সম্পৃক্ত করা।
- অভিবাসী কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান উন্নয়ন ও কর্মী গ্রহণকারী দেশের সঙ্গে এসব প্রশিক্ষণের মানের সমতায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অন-লাইনের মাধ্যমে এবং উপযুক্ত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা।
- অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসন ব্যয়কে যৌক্তিক পর্যায়ে ধরে রাখার লক্ষ্যে বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ করা।
- নারী কর্মীদের অভিবাসনের প্রসার এবং তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থায়ী বিশেষ সেল গঠন করা।
- বিএমইটি'র কাজের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস আরও তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা।
- বিএমইটি ও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' এর অধিকার-ভিত্তিক কাঠামো সম্পর্কে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানে বিভিন্ন দেশের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে শ্রম-গ্রহণকারী দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষ কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সেসকল দেশে কর্মী প্রেরণ কিংবা কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদন করা।
- অভিবাসী কর্মীদের বহির্গমন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (DEMO)

- অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীদের তথ্য অনলাইনে কম্পিউটার-ভিত্তিক তথ্যভাণ্ডারে তাদের দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করে নিবন্ধী করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রত্যাশী, বিশেষ করে নারীদের জন্য অভিবাসনের খরচ এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তথ্য এবং পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পরামর্শ ও সহায়তাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রত্যাগত কর্মী এবং তাদের কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার তথ্য নিয়ে ইলেকট্রনিক তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদেরকে সমাজে অঙ্গীভুতকরণের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা।
- স্থানীয় সরকার এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় অফিসের সহযোগিতায় অভিবাসী কর্মীদের পরিবার ও সন্তানদের নিবন্ধন এবং তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নিজস্ব কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- বিদেশে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে প্রত্যাগমনকারী কর্মীদেও চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সহযোগিতা প্রদান করা।
- মৃত কর্মীদের লাশ নিজ শহর বা গ্রামে পরিবহন ও দাফন বা সৎকারের কাজে সহায়তা প্রদান করা।

- দুর্ঘটনায় পতিত কর্মী বা মৃত্যুবরণ করেছে এমন কর্মীদের জন্য আদায়কৃত বা প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট কর্মী বা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিতরণ করা।

গ) বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটিড (BOESL)

- ব্যক্তিমালিকানাধীন রিক্রুটমেন্ট এজেন্টগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, বিশেষ করে বিভিন্ন ঝুঁকিতে থাকা নারীদের নিরাপদ অভিবাসনের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তাদের সমাধানের উপায় নির্ধারণ।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ উপায়ে এবং ন্যায়সঙ্গত সম্ভাব্য অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ।
- শ্রম গ্রহণকারী দেশসমূহে শ্রমের চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য এবং নিজেদের প্রকল্প পরিকল্পনা নিজস্ব ওয়েবসাইটে এবং পাশাপাশি বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিকাশ এবং অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি এবং কর্মকৌশল প্রণয়ন।
- সংগৃহীত চাহিদাপত্রের অনুকূলে অভিবাসী কর্মী নিয়োগের জন্য বিএমইটি'র ডাটাবেজ থেকে কর্মী সংগ্রহ এবং উক্ত সূত্র নিঃশেষিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিজস্ব উদ্যোগে, যেমন নিয়োগকর্তার চাহিদা মোতাবেক বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ।
- অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং এর ব্যবস্থাকরণ।
- নারীদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র অনুসন্ধান, তাদের কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন; লিঙ্গ-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের নিরাপত্তা বিধান করা ইত্যাদি।
- নিজেদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' -এর নীতিমালার আলোকে বাজারসংক্রান্ত তথ্যের যথাযথ ব্যবহার এবং নিরাপদ অভিবাসনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- পেশাজীবী ও দক্ষ কর্মীর জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বাজার অনুসন্ধান এবং তাদের অভিবাসনের প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পাদন করা।
- সরকার-সরকার (জিটুজি) পর্যায় এবং সরকার-বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

ঘ) প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক (Expatriates' Welfare Bank)

- প্রবাস ফেরত অভিবাসী কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য কী কী আর্থিক সেবার প্রয়োজন রয়েছে তার ওপর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন তৈরি।
- বিদ্যমান আর্থিক সেবা ও স্কীমসমূহ পর্যালোচনা এবং এক্ষেত্রে নিরূপিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংস্কার সাধন এবং যথাযোগ্য নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- যেসব প্রবাস ফেরত অভিবাসী কর্মীর উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও সামর্থ্য রয়েছে তাদেরকে, ব্যাংকিং সেবা, মূলধন, এবং ব্যবসাসংক্রান্ত সহযোগিতামূলক সেবার সমন্বয়ে একটি উপযুক্ত এবং সামগ্রিক আর্থিক ও ব্যবসায়িক সমাধান প্রদান।
- প্রতি বছর আর্থিক চাহিদা (financing needs) এবং বিনিয়োগ ও ব্যবসায়-উদ্যোগের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।
- সম্ভাব্য, বর্তমান এবং প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য ওয়ান-স্টপ তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- যেসব প্রবাস ফেরত অভিবাসী কর্মীকে ব্যবসায়িক সুযোগ ও মূলধনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে তাদের জন্য ওয়ান-স্টপ ব্যবসাসংক্রান্ত সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রত্যাগত অভিবাসী নারী কর্মীদের ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত ও আগ্রহী করার লক্ষ্যে বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার্থে আর্থিক খাতে নেটওয়ার্ক স্থাপন ও সংস্কারের পক্ষে প্রচারণা চালানো।
- কর্মীদের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাংক পরিচালনায় নারী ও পুরুষ অভিবাসী কর্মীদের পর্যায়ক্রমের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

ঙ) ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড গভর্নিং বোর্ড

- যেসব লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার তহবিল গঠিত হয়েছে তা অর্জনের ক্ষেত্রে তহবিলের ব্যবহার কিংবা এর অধীন কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা পর্যালোচনা।
- পরিমার্জন ও সংশোধনের লক্ষ্যে যেসব প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে তহবিলের অর্থ ব্যয় হওয়ার কথা সেসবের ব্যাপারে বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় আবাসিক সুবিধাসহ ব্রিফিং সেন্টার এবং সামাজিক ক্লাব ও তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
- বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীদের বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ অভিবাসী কর্মীদের পর্যায়ক্রমে প্রতিনিধি নিশ্চিত করা।
- নারী ও পুরুষ অভিবাসী কর্মী এবং তাদের দেশে রেখে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের জন্য সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচি ও স্কীম প্রবর্তন করা।
- গন্তব্য দেশে বাংলাদেশ মিশন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে অংশীদারত্বের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের জন্য সামাজিক কল্যাণ ও সুরক্ষামূলক সেবা প্রবর্তন এবং শক্তিশালী করা।
- অভিবাসী কর্মী ও তাদের দেশে রেখে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি সামগ্রিক বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্যদের সাথে অংশীদারত্বে কাজ করা।

২. অর্থ মন্ত্রণালয়

(ক) অর্থ বিভাগ

- অভিবাসী কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক, সামষ্টিক অর্থনীতি খাতের পরিকল্পনা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে বিদেশী রেমিটেন্সের এর প্রভাব এবং রেমিটেন্স বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের স্থিতিশিলতা আনয়ন এবং আমদানী-ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কী ভূমিকা রাখে তা পর্যালোচনা।
- অভিবাসী কর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহায়তায় বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগানো এবং বিদেশী বিনিয়োগ ও যৌথ ব্যবসায়িক উদ্যোগকে আকৃষ্ট করার জন্য টেকসই নীতি প্রবর্তন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় সাধারণ অভিবাসী কর্মীদের জন্য বন্ড এবং অন্যান্য আর্থিক বিনিয়োগ-বিষয়ক দলিলপত্র ক্রয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যবস্থাদির পর্যালোচনা গ্রহণ।
- 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' -এ গৃহীত মূলনীতি অনুযায়ী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা এবং তাদের উন্নয়নে বাজেটে বরাদ্দকৃদ অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগে অভিবাসী কর্মীদের জন্য আর্থিক-শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

- ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় অভিবাসী নারী কর্মীর প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক বিধি-বিধান থাকলে তা বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষত প্রত্যাগতদের, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা।
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে শ্রম-কল্যাণ উইং সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও জনবল নিয়োগে সহায়তা প্রদান।

৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

- নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা করা।
- আগ্রহী কর্মীদের দক্ষতা অনুযায়ী অধিকতর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের, বিশেষ করে নারী কর্মীদের সর্বোত্তম সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও জোরদার করা।
- প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সাথে অংশদারত্বমূলক কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট বিদেশী সরকার সমঝোতা স্মারক বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মেনে চলছে কি না তা তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান।
- গন্তব্য-দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের নিবন্ধন সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিএমইটি এবং অন্যান্য সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রয়োজনের নিরিখে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে শ্রম উইং প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান এবং শ্রম-কর্মকর্তা কিংবা শ্রম উইং ও প্রস্তাবিত রিসোর্স সেন্টারগুলোকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।

- অভিবাসী কর্মীদের জন্য সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং সামাজিক সম্পর্ক জোরদার করা।
- বিদেশে কোনো জরুরি অবস্থায় অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়া এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হলে তার জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ ও জোরদার করা।

৪. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(ক) পরিকল্পনা বিভাগ

- আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ফোরাম ব্যবহার করে জাতীয় পরিকল্পনা এবং উন্নয়নে অভিবাসন ও রেমিটেন্সের প্রকৃত গুরুত্বের ওপর সমীক্ষা পরিচালনা।
- বেকারত্ব ও দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর অভিবাসন ও রেমিটেন্সের প্রভাব পর্যালোচনা।
- প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও অন্যান্য পরিকল্পনা বিষয়ক দলিলে অভিবাসনের নিয়ামকগুলা (variables) অন্তর্ভুক্ত করা।
- উন্নয়নের সাথে অভিবাসনের সর্বোত্তম সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং কর্মকৌশল প্রণয়ন।

(খ) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

- বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য দেশ ও পেশা ভিত্তিক দক্ষতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে এবং বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উক্ত চাহিদার আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্য ব্যবস্থা (Labour Market Information System) প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নিতে হবে
- National Skill Development Council (NSDC) এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ যৌথভাবে শুমারি/জরিপ পরিচালনা করে একটি তথ্য ভন্ডার গড়ে তুলতে পারে। উক্ত তথ্য ভান্ডারে লিঙ্গভিত্তিক বিভিন্ন দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীর তথ্য থাকবে যা বিদেশের শ্রম বাজারের আলোকে দক্ষ কর্মী নিয়োগে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।
- পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় শ্রমগোষ্ঠীর ওপর জরিপ, গৃহস্থালীর আয়-ব্যয়ের জরিপ, এবং অন্যান্য জাতীয় তথ্যভাণ্ডারে অভিবাসন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত ও সুসংহত করা।

৫. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

- প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের বিদ্যমান সংগঠনগুলোর তদারকি ও পর্যবেক্ষণের জন্য কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা।
- প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্মিলিতভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণে রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের সংগঠনগুলোর নিবন্ধনের শর্ত ও যোগ্যতা নির্ধারণ।

৬. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

- মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনকে অর্ন্তভুক্তকরণ।
- বিমানবন্দর, ভ্রমণ-পথ এবং বিমান সেবা আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে অভিবাসী নারী কর্মীদের সুরক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজন মেটানোসহ বিদেশগামী ও প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী কর্মীদের বিভিন্ন প্রয়োজন বিবেচনায় নেওয়া।
- ট্রাভেল এজেন্টদের নিবন্ধন বিষয়ে এবং ট্রাভেল এজেন্সির কার্যক্রমের আড়ালে কেউ যেন রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট হিসেবে কাজ না করতে পারে তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত কাজে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ ও সমন্বয় করা।
- বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে পর্যটন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা, যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে পর্যটন খাত অনিয়মিত অভিবাসন, মানবপাচার ও মানব চোরাচালান থেকে মুক্ত থাকে।
- পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, এর আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য পরিচালিত গবেষণায় শ্রম অভিবাসনকে নিয়ামক হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ।
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিষয়ক চুক্তি করার ক্ষেত্রে অনিয়মিত অভিবাসন প্রতিরোধ এবং অনিয়মিত অভিবাসনের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিপক্ষে মামলা দায়েরের বিয়য় চুক্তিভুক্ত করা।

৭. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- নারী কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিশুদের অভিবাসন রোধ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিগুলার সাথে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' এর সম্পর্ক স্থাপন।
- বিএমইটি'তে বিদ্যমান নারী কর্মী বিষয়ক সেল-কে সুসংগঠিত করার জন্য বিএমইটি ও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসগুলোকে সহযোগিতা প্রদান।
- অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষত নারী কর্মীদের দেশে রেখে যাওয়া শিশু সন্তানদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।
- অভিবাসী নারী কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষাসহ সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমইটি ও সুশীল সমাজের সংগঠনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা।
- অভিবাসনের ব্যয় এবং সুযোগ-সুবিধার ওপর জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের সাহায্য করার লক্ষ্যে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং সুশীল সমাজের সংগঠনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা।
- প্রত্যাগত নারী কর্মীদের সমাজে ও পরিবারে অঙ্গীভূত করার লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

- অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্র ও চাহিদাগুলো নির্ধারণের কাজে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে অংশীদারত্ব জোরদার করা এবং এই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে একটি সামাজিক সুরক্ষা নীতি বা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা-ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে চলমান এবং আসন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় নীতিগত ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াসমূহে (policy measures and mechanisms) কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ।
- প্রত্যাগত কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক-একীকরণের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- প্রত্যাগত নারী কর্মীসহ সব অভিবাসী নারী কর্মী এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা, পেশাগত রোগ-ব্যাধি ও প্রতিবন্ধিতা নিয়ে দেশে ফেরা কর্মীদের সামাজিক কল্যাণের জন্য একটি নীতিগত কাঠামো নিরূপণে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করা।

৯. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

- গ্রামাঞ্চল থেকে অভিবাসনের মূল কারণগুলো (factors) চিহ্নিত করে সেগুলো পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ইউনিয়ন, উপজেলা, ও জেলা পরিষদ ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে অন্তর্ভুক্ত করে সমাধানের চেষ্টা করা।
- প্রবাস ফেরত অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের 'সমবায়' এর মাধ্যমে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পুনর্বাসনে সাহায্য করা।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনসহ সব পৌরসভার অভিবাসী কর্মীদের ক্রমবর্ধমান ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণ এবং তাদের সরকারি সেবাসমূহের আওতাভুক্ত করার জন্য সবধরনের প্রয়োজনীয় নিবন্ধন নিশ্চিত করা।
- অভিবাসী কর্মীদের আবাসন সমস্যার ওপর বিশেষ দৃষ্টিপাত করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসা-উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রত্যাগত অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের কর সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা, জেলাভিত্তিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রবাস ফেরত অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত বা সম্পৃক্ত করা।
- প্রত্যাগত কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মীর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা তথ্যসমূহ বিভিন্ন পরিসংখ্যান, গবেষণা এবং অন্যান্য তথ্য-ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা।
- উপরি-উক্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন নির্বাহী সংস্থা ও জেলাভিত্তিক সংস্থা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সহযোগিতা নেওয়া।

১০. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

- যেসব পরিস্থিতিতে শ্রম-অভিবাসন মানব চোরাচালান ও মানবপাচারের রূপ পরিগ্রহ করে সেসব অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র নির্ধারণ।

- অভিবাসী কর্মীদের বৈধ আগমন ও বর্হিগমণ সুগম করার জন্য বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন ও বিমানবন্দরের কল্যাণ ডেস্কের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করা।
- অভিবাসী কর্মীদের জন্য বিমানবন্দরে পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থা করা।
- গন্তব্য-দেশে বিভিন্ন কারণ যেমন, ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও অবস্থান করা কিংবা ওয়ার্ক পারমিটের শর্ত ভঙ্গ করে কাজ করা ইত্যাদির জন্য অনিয়মিত অভিবাসীতে পরিণত হওয়া অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের প্রত্যাবর্তন ও প্রত্যাবাসনে সহযোগিতার লক্ষ্যে কার্য-ব্যবস্থা নির্ধারণ।
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের কোনো কারণে গণহারে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হলে, তাদের প্রত্যাবর্তন ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান।
- ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে প্রত্যাগত অভিবাসীদের নিকট থেকে সংগৃহীত ইমিগ্রেশন বিষয়ক তথ্য সংশ্লিষ্টদের সাথে আদান-প্রদান করা।
- রিক্রুটমেন্ট এজেন্টদের প্রতারণাসংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্টদের সাথে আদান-প্রদান করা, যাতে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।
- বহিরাগমন এবং শুল্ক কর্মকর্তাদেরকে বিদেশ থেকে আগত অভিবাসী কর্মীদের প্রতি অধিক সহানুভুতিশীল ও সহযোগিতামূলক হওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- অনিয়মিত অভিবাসনরোধে এবং বিশেষ অভিযান পরিচালনায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।

১১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়

- আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের সবচেয়ে গতিশীল অর্থনৈতিক খাতগুলোতে ভবিষ্যতে যে ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হবে তার চাহিদা মেটানোর লক্ষে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করা।
- শ্রমবাজারের দক্ষতার বিকাশমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন, পুনঃদক্ষতায়ন এবং তাদের নতুন দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করার উদ্দ্যশ্যে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।
- মধ্য ও স্বলমেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আন্তর্জার্তিক মান ও স্বীকৃতির শর্তাবলি সম্পর্কে এবং এগুলোর সাথে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা কাঠামোর সঙ্গতির বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, এনএসডিসি সচিবালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করা।
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক শিক্ষাব্যবস্থার উপযুক্ত স্তরের পাঠ্যসূচিতে আন্তর্জাতিক শ্রম-অভিবাসন ও অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর, বোর্ড ও ব্যুরোকে সাথে নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার দক্ষতার চাহিদা, সরবরাহ এবং দক্ষতার অমিল বা ঘাটতি সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যায়ন তৈরি, প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দক্ষতা মূল্যায়ণপূর্বক সনদ ও স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রশিক্ষণদাতাদের মান নিয়ন্ত্রন প্রভৃতি কাজে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করা।
- নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তদারক, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের কাজে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরামর্শ করা ও তাদের সহযোগিতা প্রদান।
- দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারে চাহিদা মোতাবেক পেশা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন, পুনঃদক্ষতায়ন এবং তাদের নতুন দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করার উদ্দ্যেশ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালায়কে সহযোগিতা প্রদান করা।
- 'দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১' তে বর্ণিত জাতীয় কারিগরি ও ভোকেশনাল দক্ষতা কাঠামোর (NTVQF) আত্ততায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সের আন্তর্জাতিক মান ও স্বীকৃতির শর্তাবলী সম্পর্কে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালায়কে সহযোগিতা ও তথ্য প্রদান করা।
- NSDC, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষতার চাহিদা, সরবরাহ এবং দক্ষতার অমিল বা ঘাটতিসংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যায়ন তৈরি, প্রত্যাগত অভিবাসী

কর্মীদের দক্ষতার সনদ ও স্বীকৃতি প্রদান, এবং প্রশিক্ষণদাতাদের মান নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা।

- প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর যাবতীয় পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবে।

১২. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

- প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে শ্রমবাজারকে এর বিভিন্ন ক্ষেত্র, এলাকা ও লিঙ্গভিত্তিক চাহিদার আলোকে বিশ্লেষণ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এবং অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন চাহিদা ও যোগানের নিয়ামকগুলোর মান ও গুণ পরীক্ষা করা।
- অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- প্রত্যাগত কর্মীদের পুনর্বাসন এবং সমাজে অঙ্গীভূতকরণের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।
- জাতীয় শ্রমশক্তির অংশ হিসেবে বিবেচনা করে অভিবাসী কর্মীদের জন্যও দেশের শ্রম আইনে প্রদত্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাদি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- 'জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২' এর সাথে 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' সমন্বয়পূর্বক প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের দেশে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ করা।

১৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

- বিদেশে গমনকারী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টি স্বল্পমূল্যে বিশ্বমানের সম্পন্ন করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
- বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে অভিবাসী কর্মী, প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা।
- প্রত্যাগত অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম অভিবাসী কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
- বিদেশে গমনকারী অভিবাসী কর্মীদেরকে এইডস সহ অন্যান্য সংক্রমিত রোগ বিষয়ে সচেতন করার কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা।
- অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংগে সমন্বয় সাধন করা।
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচী, উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবার এবং প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা।
- নারী অভিবাসী কর্মীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু করা।
- বিদেশ হতে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের আবশ্যকীয়ভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দেশব্যাপী প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের আওতায় এনে তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।